আজকের কাগজ

তারিখ ... 13 SEP 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী হচ্ছে

**নজমুল কবির শিপন ঃ** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস দমন, অস্ত্রধারী ও বাহিরাগতের উৎপাত থেকে রক্ষার জন্যে ক্যাম্পাস পুলিশ বাহিনী গঠন জরুরি হয়ে পড়েছে বলে সরকারের উচ্চ মহলে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা চলছে। সাবেক এরশাদ সরকারের শাসনামলে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের মাত্র বেড়ে যাওয়ায় ক্যাম্পাস পুলিশ গঠনের প্রশ্নটি আলোচিত হয়। কিন্তু এটি "স্বৈরাচারী সরকারের কারসাজি" বলে কথা ওঠায় বেশি দূর এগোয়নি। এরশাদ সরকার সন্ত্রাস নির্মূলের জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার বাইরে নেয়া, দেয়াল দিয়ে ক্যাম্পাস ঘিরে ফেলা এবং ক্যাম্পাসে পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন।

বিশ্বের অনেক দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী রয়েছে। অথচ আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নজিরবিহীন সন্ত্রাসের তাণ্ডব থাকা সত্ত্বেও ক্যাম্পাস পুলিশ গঠনের বিষয়টি গুরুত্বই পাচ্ছে না।

দেশে প্রচলিত পুলিশ বাহিনী দিয়ে ক্যাম্পাসের সন্ত্রাস দমন দীর্ঘদিনেও সম্ভব হয়নি। এমনকি সন্ত্রাসী ও অস্ত্রধারীদের গ্রেফতারের লক্ষ্যে হল তল্লাশির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় বা হল কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন হবে না- পুলিশকে এমন ক্ষমতা দিয়েও কোনো ফল হয়নি। সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে পুলিশ ব্যর্থ হলে তার জন্যে জবাবদিহি করতে হয় না। বহু তল্লাশি অভিযানে পুলিশ খালি হাতে ফেরার পর পরই আবার হলে গুলির শব্দ শোনা গেছে এমন ঘটনা ঘটেছে। আবাসিক হলের সামনে পুলিশ, হল গেটে প্রহরারত অস্ত্রধারী এমন দৃশ্য ক্যাম্পাসে খুব সাধারণ। হলে অবস্থানকারী সন্ত্রাসী বা বহিরাগতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হল প্রশাসন তথা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও অপারগ। এ ক্ষেত্রে আইনের ফাঁক রয়েছে বলে জানা গেছে। একজন আবাসিক শিক্ষকের সঙ্গে আলাপকালে তিনি জানান, কোনো ছাত্র সশস্ত্র অবস্থায় হলে অবস্থান করলে বা কোনো ছাত্রের ছত্রছায়ায় অস্ত্রধারী থাকলে তা হল কর্তৃপক্ষ জানা সত্ত্বেও ব্যবস্থা নিতে পারে না। কারণ সেই ছাত্র বা তার আশ্রয়ে থাকে এমন ব্যক্তিকে সশস্ত্র অবস্থায় সনাক্ত করা দুষ্কর। হল কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে এবং সে অস্বীকার করলে কোনো ব্যবস্থা নেয়া কঠিন। তাছাড়া আবাসিক শিক্ষকরা হল পরিদর্শনকালে অবৈধ বসবাসকারীরা হয় আগেই সটকে পরে অথবা তাদের রুমে পাওয়া যায় না। কাজেই হল কর্তৃপক্ষ এ ক্ষেত্রে কিছুই করতে পারে না। ক্যাম্পাস পুলিশ সম্পর্কে তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজমান পরিস্থিতিতে এটিই এখন একমাত্র পথ। সরকারের এ ব্যাপারে আরো আগে উদ্যোগ নেয়া উচিত ছিলো।

তিনি আরো জানান, '৭৩-এর অধ্যাদেশের আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ক্ষুণ্ন না করে ক্যাম্পাস পুলিশ গঠন করা সম্ভব। এই পুলিশ তাদের ব্যর্থতার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দায়ী থাকবে, জবাবদিহি করবে। প্রত্যেক আবাসিক হলে এবং ক্যাম্পাসে তারা সশস্ত্র প্রহরায় নিয়োজিত থাকবে। কোনো হলে বা ক্যাম্পাসে কোনো সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলে দায়িত্বপালনে ব্যর্থতার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সংঘটিত পুলিশ বাহিনী ছাড়া সন্ত্রাসী ও বহিরাগতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে না।